

"ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"

বাংলায় বহুল প্রচলিত প্রবাদটি আমাদেরকে যুগপৎ দুটি সত্যের মুখোমুখি করিয়ে দেয়। যার প্রথমটি হল জীবন যাপন প্রাসঙ্গিকতায় বোঝা অনিবার্য এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষই ভগবানের আশির্বাদপুষ্ট হয় না। ফলত এই বোঝা তাদের নিজেদেরই বহন করে যেতে হয়।

সম্প্রতি ঢাকার কলাকেন্দ্র গ্যালারিতে শুরু হওয়া শিল্পী এ রহমানের “Burden” নামক প্রদর্শনী আমাদের সামনে এরকম একটি অনিবার্য বাস্তবতার আখ্যান নিয়ে হাজির হয়েছে। যেখানে দৃশ্যশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে দ্বিমাত্রিক চিত্রপটে। অর্থাৎ বিষয় এবং মাধ্যম উভয়েরই এক ভিন্নধর্মী উপস্থাপনার দেখা মিলে এই প্রদর্শনীতে।

গ্যালারীর সমস্ত দেয়াল জুড়ে যেসকল ইমেজ দেখা যায় তার বেশিরভাগ অংশে মানুষের প্রাধান্য লক্ষণীয়। কিন্তু তাদের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক নয়। বেড, কাপড়, প্লাস্টিকের পাইপ-সহ নানাবিধ সরঞ্জামের সাথে মানুষগুলি সংগ্রামরত, অথচ তাদের মধ্যে জয়ী হবার কোনো প্রবল চেষ্টা কিংবা তাগিদ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের মুখের অভিব্যক্তিও প্রকট নয়। এক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে মডেল ফটোগ্রাফি এবং সেগুলোর ডিজিটাল প্রিন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে কিছু কালার পেন্সিল ও কলমের ড্রয়িং সেই ধারাবাহিকতায় ব্যাঘাত ঘটালেও আবারও ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্যমে করা স্টিকারের ন্যায় মানুষের বিভিন্ন ভঙ্গি দেখা যায়, যা অনেকটা কোলাজের মত। সবশেষে কিছু সাদাকালা ম্যাগাজিনের উপর রঙের মাধ্যমে করা নতুন কিছু কাজের দেখা মিলে।

এই প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত কাজগুলির মাধ্যম বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে শিল্পী এ রহমান যেমন তার ছাপচিত্র বিভাগে শিল্পশিক্ষার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন ঠিক তেমনি বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তি অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করেছেন। জীবনের নানা চড়াই উতরাই –কে তিনি “Burden” হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।



Burden- 1 সিরিজের একাংশ

শিল্পী এ রহমান এই প্রদর্শনীতে একই বিষয়বস্তু (Burden)-কে ভিত্তি করে ৬টি সিরিজে সর্বমোট ৬৩টি কাজ উপস্থাপন করেছেন, মূলত তিনটি মাধ্যমে এবং তিনটি আলাদা আলাদা শৈলীতে। Burden-1, Burden-2, Burden-4, Burden-5 নামক সিরিজে আমরা যে ৪৪টি কাজ দেখি সেখানে বিষয়বস্তু হিসেবে সবখানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির-ই ফটোগ্রাফিক ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অভিব্যক্তি খুব সরল। দেহের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা পোশাক কিংবা পোশাক

খুলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা, হাতে পায়ে বিভিন্ন ভরের সংযুক্তি এবং সেই ভরে ক্লান্ত নত হয়ে পড়া। এমনকি দেহের সাথে প্লাস্টিক পাইপ ও বেড জড়িয়ে থাকা মানুষটির নির্বিকার চাহনি বস্তুর ভারে ক্লান্ত একজনের অভিব্যক্তিকে যতটা না প্রকাশ করে তার চেয়েও বেশি প্রকাশ করে তার মানসিক দুরাবস্থাকে। এক্ষেত্রে শিল্পী এ রহমানের বিশেষত্ব হচ্ছে ফটোগ্রাফিতে তিনি যে ব্যক্তিকে উপস্থাপন করেছেন প্রথমত সেটা শিল্পী নিজে নন অর্থাৎ একজন মডেল অথচ তিনি আবার কোনো আইকনিক চরিত্রও নন।

দ্বিতীয়ত মডেল ও তার পোশাক পরিচ্ছদ এবং ব্যবহৃত সরঞ্জাম একজন নগর কেন্দ্রিক মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে। ফিগারের ভঙ্গি ও বিভিন্ন বস্তুর সহযোগে তার যে উপস্থাপনা আমরা দেখি তা সরাসরি পারফরম্যান্স আর্টের অনুরূপ। শিল্পী এ রহমান নিজেও একজন শহুরে নাগরিক এবং নগরকেন্দ্রিক শিল্পে বর্তমান সময়ে পারফরম্যান্স আর্ট একটি জনপ্রিয় মাধ্যম।

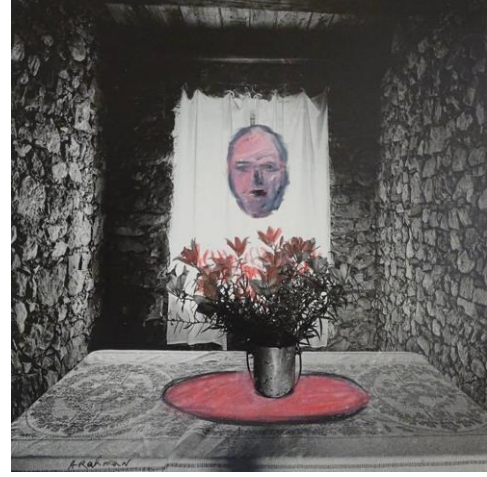
তৃতীয়ত তিনি এই ইমেজগুলো থেকে শুধুমাত্র মডেল ও তার দেহের সাথে জড়িয়ে থাকা উপাদানগুলি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডকে অস্বীকার করেছেন। এমনকি চেয়ারে বসার ভঙ্গিতেও যে ফিগারটি দেখা যায় তারও কোনো সাপোর্ট শিল্পী এ রহমান দেখাননি। ফলশ্রুতিতে ফিগারগুলি খুব অসহায় ও ভাসমান মনে হয় এবং একইসাথে ব্যাকগ্রাউন্ডের অনুপস্থিতি মনে করিয়ে দেয় যে “Burden” সব সময়ের সব মানুষের। এর কোনো নির্দিষ্ট দেশ, কাল এবং সময়ের গন্ডি থাকতে নেই।

সর্বোপরি ইমেজগুলির অভিব্যক্তি এবং সবগুলো ইমেজকে চিত্রপটের কেন্দ্রে উপস্থাপনের ফলে যে একঘেয়েমি অনুভূতির সঞ্চারন ঘটে, তা একই সাথে দর্শককে “করুনা” রসেরও যোগান দেয়।



Burden-3

“Burden-3” সিরিজে যে ৬টি ড্রয়িং এর দেখা মিলে সেখানে অস্পষ্ট এক অনুভূতির সঞ্চার ঘটে যা অনেকটাই পরাবাস্তববাদী রূপে রূপায়িত। এখানেও সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজে পাওয়া যাবে না অর্থাৎ আগের কাজের ন্যায়। কিন্তু ইমেজের উপাদানগুলি পূর্বের পূর্ণাঙ্গ ফিগারের বাহ্যিক অবকাঠামো নয় বরং ফিগারের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপাদান এবং তা ছবছ অনুকরনের গন্ডি পেরিয়ে নানারকম রূপান্তরের দিকে ঝুকছে। অনেকটা এরকম যেন পূর্বের সেই বোঝা বহনকারী মানুষটিরই এখানে ব্যবচ্ছেদ ঘটছে কিন্তু তা পুরোপুরি বাস্তবতার নিরিখে নয়। আবার কখনো কখনো অন্য প্রাণীর অবয়ব সহযোগে যে নতুন অবয়বের জন্ম হচ্ছে তা কাল্পনিক কিংবা রোম্যান্টিক মানসিকতার-ই প্রতিফলন।



Burden-6 সিরিজের একাংশ

Burden-6 সিরিজের কাজগুলিতে শিল্পীর অতীত ও বর্তমান এবং বাস্তব ও পরাবাস্তবের মধ্যে এক ধরনের মধ্যবর্তীতা করতে দেখা যায়। সাদাকালো ম্যাগাজিনের ইমেজের উপর রঙের ব্যবহারে নতুন ইমেজ তৈরি করেছেন, আর লাল রঙের আধিক্যতায় তাকে দেওয়া হয়েছে কাল্পনিকতার চূড়ান্ত মাত্রা। আগের কাজগুলির সাথে এই কাজের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এখানে মানুষের অবয়বের রূপান্তর সামান্য পরিমাণে থাকলেও তা কোনো সরাসরি অভিব্যক্তি তৈরি করে না এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করা হলেও তার কোনো বিশেষ ভূমিকা সবখানে সমানভাবে দেখা যায় না। অর্থাৎ রঙের তৈরি নতুন অবয়বের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডের সরাসরি যোগাযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। কিন্তু চিত্রপটের কেন্দ্রে লাল রঙের ব্যবহারে সৃষ্ট ফর্মগুলি এক ধরনের অদ্ভুত রস যোগায়। মনে হয় এ যেন পূর্বের সেই Burden -এর ফলাফল, যা মনের মধ্যে ক্ষত তৈরি করে এবং ক্ষরন ঘটায় অনবরত।

গ্যালারীতে ছবিগুলির উপস্থাপন রীতি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন শিল্পীর চিন্তন প্রক্রিয়ার ধারা বর্ণনা করেছে অনুপঞ্জ্যভাবে। যা প্রদর্শনীর সারবস্তু অনুধাবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই তিনটি অংশের চিত্রায়ন পদ্ধতি ও উপস্থাপন প্রক্রিয়াকে একটি মনঃস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপস্থাপনা হিসেবে চিন্তা করলে মনে হতেই পারে এ যেন ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায় পাওয়া মনের তিনটি স্তরের হুবহু রূপায়ন। অর্থাৎ Burden-1, Burden-2, Burden-4, Burden-5 নামক সিরিজের যে ৪৪টি তা সজ্ঞান (Conscious) স্তরের, Burden-3, সিরিজে যে ৬টি ড্রয়িং আসংজ্ঞান (pre-Conscious) স্তরের এবং Burden-6 সিরিজের ১৩টি কাজ নিঃসজ্ঞান (Unconscious) স্তরের প্রতিনিধিত্ব করছে।

সভ্যতার অগ্রগতির কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড না থাকলেও অগ্রগায়নের ধোয়া তুলে নিত্য নতুন আবিষ্কার যা কিনা মানুষের যাপনের অনুষ্ণ হিসেবে এসেছে তাকেই সভ্যতার অগ্রগতির সুচক হিসেবে বিবেচনা কিংবা প্রতিষ্ঠা করায় জীবন ও যাপনের পার্থক্যকরনও এখন খুব জটিল। গগনচুম্বী অট্টালিকা, বিলাস বহুল গাড়ি বাহ্যিক আধুনিকায়নের নামে যাপনকে যতটা সহজ করতে পেরেছে জীবনকে ততটা সহজ করতে পেরেছে কি? আধুনিকায়নের এই ইঁদুর দৌড়ে ইতোপূর্বে শুধু নাগরিক জীবনের টানাপোড়েন-ই চোখে পড়ত কিন্তু প্রযুক্তিগত উত্তরনের চেউয়ে জন্ম নেয়া “Global village” এর ধাক্কা গ্রামীণ জীবনেও ঢুকে পড়েছে এই জোয়ার। পালে হাওয়া লাগিয়েছে উত্তরাধুনিক দর্শন ও তার কল্যাণে জন্ম নেয়া বিভিন্ন তত্ত্ব। ফলশ্রুতিতে নগর ও গ্রামের পার্থক্য এখন শুধুমাত্র বাহ্যিকতায় দেখা যায়। ভার্চুয়াল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলি সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসলেও সময়োপযোগী আদর্শের অভাবে প্রত্যেকটি মানুষ সমাজ, পরিবার, দাম্পত্য জীবনের মধ্যে থেকেও একা- খুব একা। শিল্পী এ রহমানের কাজের বিশাল

অংশজুড়ে এই একাকিত্বের বর্ণনা। একাকিত্বের ফসল হিসেবে শিল্পী এ রহমান যে “Burden” বা “বোঝা”-কে সামনে নিয়ে এসেছেন, তার সাথে সমাজ ও ব্যক্তির যোগাযোগ বহুকালের এবং এর সমস্ত অংশজুড়েই দেখা মিলে মনঃস্তবের।

সমাজের রীতি,নীতি,প্রথার জন্ম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষকে সামনে রেখে হয়ে থাকে বলা হলেও তা শেষ বিচারে মানুষকে কতটা স্বস্তি দেয় আর কতটা শোষণ করে সে প্রশ্ন থেকেই যায়। এর সাথে জীবস্বত্বা ও মানুষস্বত্বাকে টিকিয়ে রাখতে যোগ হওয়া অন্ন,বস্ত্র,বাসস্থান, চিকিৎসা,শিক্ষা,বিনোদনের মত মৌলিক চাহিদা পূরণের আচারনিষ্ঠতার নাগপাশে প্রায় প্রতিটি মানুষই বন্দী, যা ব্যক্তিজীবনের সবচেয়ে বড় “Burden” বা বোঝা। হয়ত এজন্যই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

“মনরে আজ কহ যে

ভালো মন্দ যাহাই আসুক

সত্যরে লও সহজে..... ॥

বিশ্বভুবন মস্ত ডাঙর

খুব খানিকটা কেঁদে কেটে

অশ্রু ঢেলে ঘটা ঘটা

মনের সাথে করে নে ভাই

কোনোরকম বোঝাপড়া”

মোঃ বজলুর রশিদ